The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

শিশু সাহিত্যের আধুনিকীকরণ ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভাব

Sougata Bera
M.A., B.Ed., M.Ed., Ratulia Medinipur, Purba Medinipur, West Bengal
DOI: https://doi.org/10.70798/TGJCT/01020008

সংক্ষিপ্তসার

শিশুসাহিত্য শিশু মনকে প্রাণবন্ত ও কল্পনাপ্রবণ করে তোলে, যা তাদের মূল্যবোধ, যুক্তিশীলতা ও সমাজচেতনার বিকাশে সহায়ক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মেলবন্ধনে ভারতীয় শিক্ষা দর্শন আজ প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভাষা ও সাহিত্যচর্চা, সমাজ সংস্কার, ও নৈতিক শিক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য। শিশুদের জীবনে প্রযুক্তির প্রভাব যথেষ্ট গভীর, যা শিক্ষামূলক উপায়ে উপস্থাপন করলে শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই গবেষণাপত্রে আধুনিকীকরণের প্রেক্ষাপটে শিশুসাহিত্যের রূপান্তর ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য সাহিত্য এখন আর কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ও নৈতিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আধুনিক ভারতের প্রেক্ষিতে শিশু শিক্ষার সাথে প্রযুক্তি ও আধুনিক মূল্যবোধের সমন্বয়ই আজকের শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

মুল শব্দসমূহ: *আধুনিকীকরণ, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, প্রযুক্তিবিদ্যা, শিশুসাহিত্য*

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মহেন্দ্রক্ষণে মানবতাধর্মী জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে মানব সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকগণ। বিশুদ্ধ সাহিত্য সাধনার জন্য তারা সচেতন মনের কলম ধরেননি। সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টাতেই স্বাভাবিকভাবে সাহিত্যের পথে অগ্রসর হয়েছেন। শিশুর প্রতি অপত্য স্নেহ ও ভালোবাসা প্রভৃতি পাশাপাশি প্রযুক্তির আধুনিকরণের তেজনিত প্রচেষ্টা। বাংলার নবজাগতিক এক বিশাল পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব বিপ্লব যখন প্রাণ শক্তিকে সর্বতভাবে নাড়া দিয়ে তাতে অদম্য গতিশীলতার সঞ্চার হয়ে ছিল বিদ্যাসাগরের নব যৌবনের দূত বাঙালির জীবনের নবজাগরণের ঢেউ নিয়ে এসেছিলেন তিনি শিক্ষার এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন প্রাচ্য- পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণ। আধুনিক যুগে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশুদের বিষয়ে তার বিকাশের নিদের্শনা দেওয়ার জন্য আধুনিক শিক্ষাগত চিন্তাধারা নিয়ে রুশো শিশু শিক্ষার অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরের শিশু সাহিত্যের বিরাজমান কিভাবে হয়েছে তার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ। আর সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী অনেক বাংলা পুস্তক রচনা করেন। বর্ণবোধ শিশুকে সত্যিকারের শিক্ষা দিতে পারেনা তাই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মূল্যবোধের শিক্ষার সম্পূর্ণ করতে মানসিক ও সামাজিক সাবলিকত্ব অর্জন করতে পারে না। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মডেল স্কুল স্থাপন হয়েছিল। আঙ্গিকে ও ভাবনার মিশ্রণের শিশুদের সাহিত্য শাখা কে ঐশ্বর্যমন্ডিত করেছিলেন। আধুনিককালে ইউটিউব চ্যানেলের ব্যবহারের একটি শক্তিশালী শেখার সরঞ্জাম হিসেবে বিকাশ হয়েছে। প্রযুক্তির সাম্প্রতিক শিক্ষার ব্যবস্থাকে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে গতিশীল শিক্ষার সাথে রূপান্তরিত করেছিলেন। শিশুশিক্ষার অবস্থা কি কিন্ডারগার্ডেনের মাধ্যমে ফ্রয়েবেল জীবন বিকাশের কথা বলেছিলেন। সাহিত্যের দীপ্তি ও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, ঠাকুরের শিক্ষাগত দর্শনের মাধ্যমে। বর্তমান আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণাটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রাচ্য শিশু শিক্ষা নিয়ে বিদ্যাসাগর বর্তমান আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা আদর্শ নীতি ও চিন্তাধারা সংমিশ্রণের কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে প্রয়াস করেছেন আধুনিক ভারতের প্রযুক্তির পাশাপাশি আধুনিকরনের ওপর শিশু শিক্ষার প্রচেষ্টাকে একত্রিত করা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।এখন সাধারণত শিশুসাহিত্য বলতে আমরা শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত উভয় সাহিত্যকেই বুঝি।

All rights reserved. © 2025

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

শিশুসাহিত্য সৃষ্টির এই বিশেষ দিকটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা শিশুসাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্বরা। তাই শিশুশিক্ষার আদলেই শুরু হয়েছিল বাংলা শিশুসাহিত্য। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নের কথা। শিক্ষা বলতে তখন বর্ণমালা, কিছু শব্দ গঠন ও উপদেশাত্মক রচনা ইত্যাদি। মুদ্রণ ব্যবস্থার উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে এর সূচনা হলেও বিদ্যাসাগরের হাত ধরেই শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ফসল ফলতে শুরু করল। তবে সবই সাধুভাষায়, কেননা চলিতভাষা সাহিত্যে এল অনেক পরে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই যে, যিনি 'শকুন্তলা' লিখেছেন, 'এইরূপে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজা শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে, দুই তাপসী সমীপে দ-ায়মান আছেন।' সেই তিনিই 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের পাঠে লিখছেন, "গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভালো খাব ভালো পরিব বলিয়া উৎপাত করে না" কিংবা 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগে সুশীল বালক, নবীন, মাধব, পিতামাতা, চুরি করা কদাচ উচিত নয় প্রভৃতি গল্পরসে সিক্ত গদ্যগুলোতে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করেছেন, বাক্যগুলো হয়েছে ছোট-ছোট। বয়সের অনুপাত কতখানিই না ভাবতেন তিনি। সমসাময়িক মদনমোহন তর্কলঙ্কারের 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' প্রভাত-বর্ণনার একটি সুন্দর কবিতা, এতে সাধু ক্রিয়াপদ থাকলেও শিশুদের গ্রহণ করতে অসুবিধে হয় না। তবে কিনা নীতিশিক্ষা প্রচ্ছন্ন রেখে সাহিত্যরসের আনন্দযজ্ঞে আমন্ত্রিত হতে শিশু-কিশোরদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। রবীন্দ্রযুগ থেকেই তার ক্রমবিকাশ।

গবেষণার প্রেক্ষাপট

একদিকে মধ্যযুগের অবসান আর অন্যদিকে আধুনিক যুগের আগমন রাজনৈতিক সামাজিক জীবনের অক্ষয়ের সঙ্গে ধর্মীয় কুসংস্কার ও রক্ষণশীল তার যুক্ত হয়ে সমাজের প্রাণশক্তি নাশ করেছিল। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তি বিস্তার হয়েছে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভাবধারায় আধারিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় শিক্ষার দর্শন ও শিশু শিক্ষায় প্রযুক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় সমাজ সংস্কার চিন্তায় মূল্যবোধের যুক্তিশীল মানসিকতায় গড়ে তুলবে। শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু রচনা যেমন পরিবর্তন হয়েছে। তেমনি জটিল আকার ধারণ করেছে শিক্ষণ পদ্ধতি তে। বিদ্যাসাগর একই সঙ্গে যেমন তার শিশু পাঠক গ্রন্থে বর্ণ শব্দ বাক্য বন্ধন এর সাহায্যে ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করার কথা বলেছেন। প্রাচ্য শিশু সাহিত্যিকদের রচিত যুক্তিশীল ও মননশীল সাহিত্য তাদের সমাজ সংস্কার মূলক পদক্ষেপ ও শিশু শিক্ষার উদ্দেশ্য তার নানা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষার ভাবনার একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠবে। বর্তমানে অনলাইন প্রযুক্তির কর্ম ও চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সাহিত্যে নতুন ভাবধারা সংস্কারের ধর্মের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে সুফল সম্প্রদায়িক ও তার ঐক্যের মহামিলন। শিশুদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকরণ করার প্রয়াস করেছেন। অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের পথ সংক্ষিপ্তভাবে প্রচার হয়েছিল আধুনিকরণের উপর প্রযুক্তিগত ব্যবহারে জোর দিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষার বুনিয়াদ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা হয়েছিল বর্তমান সময়কালে শিশু শিক্ষার আধুনিকরণ ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার তার উপযোগিতার অনুসন্ধান করেছি।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের পর্যালোচনা

রুশো (১৭৭২) আধুনিক যুগের শিশুর দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন। শিশুদের বিষয়ে তার প্রকৃতি ক্ষতি না করে তার বিকাশের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন আধুনিক শিক্ষাগত চিন্তাধারা ক্লাসিক হিসেবে আজ অব্দি শিশুর অধিকারী কিছু বই ও কনভেনশনের চেতনার ব্যাখ্যা করেছেন। রুশো শিক্ষা শিশুদের অধিকার নিয়ে বিশেষত কম বয়সী শিশুদের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রায় (১৮৫৫) "প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর" গ্রন্থটিতে সমসাময়িক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ নিয়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের কর্মধারা আদর্শ নীতি ও চিন্তাধারা সংমিশ্রণ ঘটেছে কর্ম বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রে সীমিত সময়ে কার্যসম্পাদনের প্রয়াস করেছেন যে সমস্ত রচনায় শিক্ষা ভাবনা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে সেই ভাবনার বর্তমান প্রাসঙ্গিক গুলি আলোচনা করেছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১) বিদ্যাসাগর চরিত শিশুসাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান কিভাবে হয়েছে, তাহার কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাজীবন ও পারিবারিক প্রসঙ্গ আলোচনা আছে তিনি দুটি অধ্যায় বই আকারে প্রকাশ করেছেন। পরে তার জীবন নিয়ে বই প্রকাশ করেছেন এব বিদ্যাসাগর চরিত নামে প্রকাশিত ও সংকলিত করেছিলেন শিশু সাহিত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন।

রায়চৌধুরী (১৯০০) বাংলা শিশু সাহিত্যে রায় চৌধুরী একানত আগ্রহেই বাংলা শিশু সাহিত্যে ব্যাপক প্রসার ও প্রচার রয়েছে। ছড়াও ছবিতে শিশু মনের উপযোগী করে রচনা করেছিলেন। তিনি সৃষ্টির ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে থেকে

All rights reserved. © 2025

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ তার ১০০ বছর ধরে বাংলা শিশু সাহিত্যে যে ধারা প্রবাহমান রয়েছে শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত হওয়ার জন্য তিনি বৈচিত্রপূর্ণ ছন্দ বীর্য ভয়ানক করুন সমাবেশে ও সহজ সরল ভাষায় শিশু মনের উপযোগী কাহিনী রচনা করেছিলেন।

গুপ্ত (১৯৫৫) শিশু মনের বিশেষ আবেদন সৃষ্টিকারী এমনই বহু উপাদান ছোটদের জন্য লেখা ভ্রমণ মূলক সাহিত্যধারার প্রথম দিকের রচনা হিসেবে শিশুদের ইচ্ছা পূরণ করেছেন। ছোটদের রূপকথার বৈচিত্র্যময় কাহিনী ঘটনার সহজ সরল ভাষা ভঙ্গিমায় গল্পগুলি শিশুদের কাছে একটা অন্যতম অবদান রেখেছেন।রূপকথার সুন্দর নাট্যটুকু রয়েছে নতুন বিষয় আঙ্গিকে ও ভাবনার মিশ্রণে শিশুদের সাহিত্য শাখাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন।

বেরা (২০০৫) বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের বিবর্তনের বিংশ শতকে ইতিহাসে শৈল্পিক রূপ লাভের সমৃদ্ধ করেছে। এই সময়কালে ছোটদের সাহিত্যধারার বহু নতুন নতুন দিক সূচিত করেছেন। বৈচিত্রের সূচনা ঘটেছে। শিশুদের পারিপার্শ্বিক অবস্থানান্তরে বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে জীবন ভাবনার কথা সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। ছোটবেলার নানান রঙ-বেরঙের স্মৃতি জড়িত বাস্তব কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। শিশুদের সাহিত্য বিষয়ে-পরিকল্পনায় ও উপস্থাপন রীতিতে অনেক অভিনব প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের কিশোর সাহিত্যের উত্তরোত্তর বিকাশ লক্ষ্য করা হয়েছে।

পঞ্চজনেশ্বরী এবং বীর মঞ্জু ,কে, টি ,(২০২২) এবিসিডি ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করি বাই জুস এর দা লার্নিং অ্যাপে ই লার্নিং এর কেস অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে শিক্ষার রূপান্তর করেছেন। প্রযুক্তি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা কে পরিবর্তন করেছেন। এটি ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে সব গতিশীল শিক্ষার সাথে ঐতিহ্যগত শেখার পদ্ধতিকে রূপান্তরিত করেছেন। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য বাইজুস প্রযুক্তির ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার যার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম কে প্রসারিত করেছেন। বর্তমান সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থার ইন্টারনেট ডিজিটাল ডিভাইস এবং কম্পিউটার দ্বারা চালিত প্রযুক্তি। অনলাইন ক্লাসগুি ভিডিও লেকচার হিসেবে আলোচনা করেছেন।

শারদ গুপ্ত (২০২২) গবেষণাটি শিক্ষার ওপর বিভিন্ন এডুটিচ স্টার্টআপ কোম্পানির প্রভাব চিহ্নিত করেছেন। অনলাইন শিক্ষার রূপান্তরকে সহজতর করার জন্য প্রযুক্তির গ্রহণকে ত্বরান্বিত করেছেন। প্রযুক্তির উন্নত করে ডিজিটালাইজেশন এবং উদ্বোধন উদ্ভাবনী শেখার পদ্ধতির দিকে অগ্রগতি করেছে। শিক্ষার ভবিষ্যৎকে বিভিন্ন টুল দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন। বিভিন্ন উপাদান এক্সেস করেছেন ডিজিটাল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। ভারতের শিক্ষাগত প্রযুক্তির স্টার্টআপ গুলির জন্য স্বর্ণযুগের সূচনা করেছেন।

দত্ত ও কর (২০২২) তিনি কিন্ডারগার্ডেন কে দেখিয়েছেন কিভাবে শিশুদের সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা দিয়ে আত্মসক্রিয়তা করে তোলা যায়। ফ্রয়েবেল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনে ব্রতী হয়েছিলেন। শিশুদের জীবন বিকাশের কথা বলেছেন। শিক্ষা দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো সেই সত্যকে শিশুদের আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিলেন। শিশুর মধ্যে ঐক্যের সূত্র স্থাপন করতে শিশু অভ্যন্তরীণ শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

নন্দী (২০২২) মন্তেসরি শিশুকে আত্ম সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। সমগ্র শিশুদের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তাভাবনার কথা বলেছেন। তিনি তার দীর্ঘ গবেষণার দ্বারা শিশুর শিক্ষাকে আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত করতে চেয়েছিলেন। তিনি শিশুদের জন্য স্বশিক্ষণের জন্য শিখন পদ্ধতি দিয়েছিলেন। বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুদের শিক্ষা নিয়ে মন্তেসরি চিন্তাভাবনা একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিলেন।

পূর্বে কৃত গবেষণা গুলি অধ্যয়নের পর গবেষণার যে ফাঁক পাওয়া গেছে তা হল- প্রথমত, ডিজিটাল মাধ্যমে শিশু সাহিত্যের শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর উপায় এবং তার শিক্ষাগত প্রভাব নিয়ে কোন গবেষণা গবেষক খুঁজে পাননি। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন যুগের শিশুর সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের শিশু সাহিত্যের কিভাবে সমন্বয় সাধন হয়েছে সে বিষয়ে গবেষক কোন গবেষণা খুঁজে পাননি। তাই নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলিকে মাথায় রেখে এই গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ

১) প্রাচীন যুগের শিশু সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের শিশু সাহিত্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা।

২) শিশু শিক্ষার বিস্তারে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের মূল্যমান বিচার করা।

গবেষণার সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) প্রাচীন যুগের শিশু সাহিত্য আধুনিকযুগের শিশু সাহিত্যের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছে?

All rights reserved. © 2025

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

২) আধুনিক যুগের শিশু শিক্ষার বিস্তারে প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা কি?

গবেষণার নকশা

বর্তমান গবেষণাটির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান মূলক গুণগত গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস

গবেষক দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; প্রাইমারি উৎস ও গৌণ উৎস এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

প্রাইমারি উৎস: রচিত গ্রন্থ, নানা চিঠিপত্র, দলিল, আবার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কিছু ঘটনা, হস্তলিপি, পুঁথিপত্র ইত্যাদি।

গৌণ উৎস:

1) লেখকগনের সমালোচনা মূলক বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তথ্য।
2) বিভিন্ন সাহিত্যিক শিক্ষাবিদের নানা উক্তি বা শিক্ষা সম্পর্কিত উক্তি এবং সম্পাদিত পুস্তক ও নিউজ পেপার।
3) বিভিন্ন লাইব্রেরী ভ্রমণ করে বই থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন।

তথ্য বিশ্লেষনের পদ্ধতি

গবেষক এখানে Content Analysis পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

গবেষণা তথ্যের বিশ্লেষণ

প্রাচীন যুগের শিশু সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের শিশু সাহিত্যের তুলনা:

প্রাচীন যুগের বাংলা শিশু সাহিত্য ছিল মূলত লোকজ ধারার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। সেই সময়ে মুখে মুখে প্রচলিত রূপকথা, লোকগাথা, পৌরাণিক কাহিনি, ছড়া এবং ধর্মীয় উপাখ্যানের মাধ্যমে শিশুদের মনোরঞ্জনের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হতো। এই সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় মেলে। শিশুরা ছন্দময় শব্দ ও ছড়ার ঝংকারে সহজেই আকৃষ্ট হতো। অনেক সাহিত্যিক মুখে মুখে প্রচলিত গল্প সংগ্রহ করে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করেন, যা প্রাচীন সাহিত্যের এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। সেই সময়ে দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে অনুবাদ করে শিশুদের উপযোগী গল্পের প্রসার ঘটানো হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ সাহিত্যিক প্রাচীন বাংলা শিশুসাহিত্যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। তবে এই সাহিত্য অনেকাংশে অনুবাদনির্ভর এবং মৌলিক সৃষ্টির ক্ষেত্র কিছুটা সীমিত ছিল।

আধুনিক যুগে শিশু সাহিত্য আরও বিস্তৃত, বহুমাত্রিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে। কেবল ছড়া বা কল্পনার জগতে নয়, আধুনিক শিশুসাহিত্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা, সামাজিক চেতনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনস্তত্ত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিশুসাহিত্যের মাধ্যমে আজকাল পাঠ্যক্রম, মূল্যবোধ, পরিবেশ সচেতনতা, বৈষম্যবিরোধী চিন্তাধারা, এবং তথ্যপ্রযুক্তি জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। শিশুদের আগ্রহ ধরে রাখতে সাহিত্যিকরা আধুনিক ভাষা, টেকসই কাহিনী এবং চিত্রনির্ভর প্রকাশে মনোযোগী হয়েছেন। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, অ্যানিমেশন, ই-বুক, এবং ইন্টারেক্টিভ কনটেন্টের মাধ্যমে শিশুসাহিত্য এখন আরও জীবন্ত, বাস্তবধর্মী ও সৃজনশীল হয়ে উঠেছে। ফলে শিশুদের চিন্তাভাবনা, যুক্তি বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং মানসিক বিকাশে আধুনিক শিশুসাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

যদিও প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের শিশু সাহিত্যের মধ্যে রচনাশৈলী, উপস্থাপন, ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে, তবুও উভয় ধারাই একে অপরকে পরিপূরক করেছে। প্রাচীন সাহিত্য শিশুদের নৈতিক শিক্ষা, কল্পনার জগৎ এবং লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত, যেখানে আধুনিক সাহিত্য শিশুদের যুক্তিনির্ভর, প্রযুক্তিবান্ধব ও বাস্তবমুখী করে গড়ে তুলছে। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশু সাহিত্যের ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও এসেছে রূপান্তর। একদিকে প্রাচীন সাহিত্য ছিল অভিজ্ঞতা ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়া এক ঐতিহ্য, অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্য প্রযুক্তির সহায়তায় তা বিশ্বজনীন রূপ ধারণ করেছে।

এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্য একটি সুসংগঠিত, চিন্তাশীল ও শিক্ষামূলক রূপ নিয়েছে। প্রাচীন যুগের সাহিত্যে যেমন ছিল মৌখিক ঐতিহ্য ও নৈতিক বোধ, তেমনি আধুনিক যুগে যুক্ত হয়েছে নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়া ও সৃজনশীল উপস্থাপনা। আধুনিক যুগের সাহিত্যিকরা শিশুমনের বিকাশে উপযোগী কনটেন্ট তৈরি করছেন, যা শুধুমাত্র বিনোদন নয়, বরং শিক্ষারও একটি শক্তিশালী মাধ্যম। শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের মতে, এই সাহিত্য শিশুদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক চেতনা ও স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করতে

All rights reserved. © 2025

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বিশেষভাবে সহায়ক। ফলে বলা যায়, প্রাচীন ও আধুনিক যুগের শিশু সাহিত্য এক ধারাবাহিকতায় আবদ্ধ থেকে শিশুশিক্ষা ও মানসিক বিকাশে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে চলেছে।

শিশুশিক্ষা বিস্তারে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের মূল্যমান বিচার:

বর্তমান যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে, বিশেষত শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রভাব অপরিসীম। শিশুদের উপযোগী অ্যাপস ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সহজভাবে শিক্ষাকে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারে শ্রেণিকক্ষের পাঠদান পদ্ধতি আরও আন্তরিক, যুগোপযোগী ও কার্যকর হয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রণ, আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্ল্যাটফর্ম ও শিক্ষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে শিশু শিক্ষা বিস্তারে প্রযুক্তির মূল্যমান তুলে ধরা হলো:

১) ইউটিউব:

ইউটিউব একটি শক্তিশালী অনলাইন ভিডিও প্ল্যাটফর্ম, যা শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক কনটেন্ট তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই প্ল্যাটফর্মে এনিমেটেড ভিডিও, টিউটোরিয়াল এবং কুইজের মাধ্যমে শিশুরা খেলতে খেলতে শেখার সুযোগ পায়। ইউটিউব চ্যানেলগুলো শিশুর জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষের বিকল্প টুল হিসেবে কাজ করে। শিক্ষকরা ভিডিও ব্যবহার করে পাঠ বোঝাতে পারেন, ফলে শিশুদের শেখার আগ্রহ ও অনুধাবন ক্ষমতা বাড়ে।

২) বেদান্ত:

বেদান্ত একটি ভার্চুয়াল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। এতে শিক্ষার্থীরা চ্যাটে প্রশ্ন করতে পারে, শিক্ষকরা সরাসরি উত্তর দেন। স্টাডি ম্যাটেরিয়াল, পিডিএফ, টেস্ট, ওয়ার্কশিটের মাধ্যমে পড়াশোনা আরো আকর্ষণীয় হয়েছে। শিশুরা নিজেদের গতিতে শেখার সুযোগ পায় এবং রেকর্ডেড ক্লাস বারবার দেখে অনুশীলন করতে পারে। অভিভাবকরাও পারফরম্যান্স ট্র্যাক করতে পারেন।

৩) বাইজুস:

বাইজুস একটি জনপ্রিয় ই-লার্নিং অ্যাপ যা প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাকে আরও বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এতে ভিডিও লেসন, ইন্টারঅ্যাকটিভ কুইজ, ও থ্রি-ডি ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে শিশুদের শেখার জগৎ সহজ হয়েছে। বাইজুস-এর ফ্রিমিয়াম মডেল শিশুদের মৌলিক বিষয়গুলোর উপর জ্ঞান বাড়ানোর পাশাপাশি প্রিমিয়াম বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আরও গভীর শিক্ষাদানের সুযোগ দেয়। এটি শিশুদের শিক্ষায় প্রযুক্তি নির্ভর অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়ক।

৪) ফ্রয়েবেলের শিক্ষাদর্শন:

ফ্রয়েবেল কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তক। তিনি বিশ্বাস করতেন শিশুদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে তাদের আত্মস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায়। তার মতে, শিশুরা খেলতে খেলতে শেখে এবং শিক্ষা হবে তাদের প্রাকৃতিক বিকাশের সহায়ক। তার পদ্ধতিতে মাতৃভাষার ব্যবহার, প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ, এবং খেলার মাধ্যমে শিক্ষা – এগুলোই ছিল মূলমন্ত্র। তার চিন্তাধারায় শিশুদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব।

৫) রুশোর শিক্ষাদর্শন:

রুশো শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবক্তা, যিনি শিক্ষার প্রাকৃতিক উপায়ে শিশুর বিকাশের উপর জোর দিয়েছেন। তার মতে, শিশু শিক্ষা হবে শিশুর প্রকৃতিগত গঠন ও চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। তিনি শিশুর শরীর ও মনোসংগতি বিকাশের কথা বলেন এবং নিয়ম-কানুনের কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। "এমিল" গ্রন্থে তিনি শিক্ষার ধাপে ধাপে বিকাশের কথা বলেছেন। তার শিক্ষাদর্শন অনুসরণ করলে শিশুর স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৬) মন্তেসরীর শিক্ষাদর্শন:

মারিয়া মন্তেসরী শিশুদের স্বশিক্ষা ও আত্মনির্ভরতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি শেখার প্রাকটিক্যাল পদ্ধতি "এক্সারসাইজ অফ প্রাকটিক্যাল লাইফ" উদ্ভাবন করেন। তার মতে, শিশুদের নিজস্ব গতিতে শেখার অধিকার থাকা উচিত এবং শিক্ষকের কাজ হলো সেই শেখার পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। সেন্স ট্রেনিং, ইন্ডিভিজুয়ালিটি ও হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শিশুরা দক্ষতা অর্জন করে। তার শিক্ষা পদ্ধতি আজও বিশ্বব্যাপী শিশু শিক্ষায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

All rights reserved. © 2025

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ শিশু শিক্ষাকে আরও সহজ, বোধগম্য, আকর্ষণীয় এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক করেছে। ইউটিউব, বেদান্ত, বাইজুস ইত্যাদি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিশুদের শেখার আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বেড়েছে। অপরদিকে ফ্রয়েবেল, রুশো ও মন্তেসরীর মত শিক্ষাতাত্ত্বিকরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিশুকেন্দ্রিক ও মানবিক করতে গুরুত্ব দিয়েছেন। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাদর্শনের সমন্বয়ে শিশু শিক্ষায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব।

গবেষণায় প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল সমূহ

- আধুনিক শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিটি শিশুর স্বরূপ বা স্বতন্ত্রতা কে গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় শিশুদের আগ্রহ, চিন্তাভাবনা ও প্রতিভা অনুযায়ী তাদের নিজস্বতার বিকাশের সহায়তা করে। শিশুদের প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করে তুলেছে। এতে বইয়ের পাশাপাশি প্রযুক্তি, অডিও - ভিজুয়াল উপকরণ এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে শেখানো হয় ফলে শিশুরা সহজে ও আনন্দের সঙ্গে শেখে। শিশুদের সৃজনশীলতা, আত্মবিকাশ এবং বিশ্লেষনী চিন্তাশক্তি বিকাশিত হয়। আধুনিক শিক্ষা শিশুদের ভবিষ্যতের শিক্ষা জীবন ও কর্মজীবনের জন্য শক্ত ভিত্তি তৈরি করে, যা একটি দক্ষ ও সচেতন প্রজন্ম গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- আধুনিক প্রযুক্তির যুগে ইউটিউব শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ইউটিউবে শিশুদের জন্য নানা শিক্ষামূলক ভিডিও, অ্যানিমেশন, ছড়া ও গল্প শিশুদের শেখার আগ্রহ বাড়ায় এইসব কন্টেন্ট সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়। যা শিশুদের বোঝার ক্ষমতা অনুযায়ী সাজানো থাকে। ফলে শিশুরা আনন্দের মাধ্যমে দ্রুত শিখতে ও পড়াশোনা করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয় যেমন বর্ণমালা, সংখ্যা, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি তারা চিত্রের মাধ্যমে মনে রাখতে পারে। ইউটিউব শিশুদের শেখাকে করে তোলে ইন্টারঅ্যাক্টিভ ও বাস্তবমুখী, যা শিশুর বুদ্ধি কল্পনা ও সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করে।
- বাইজুস শিশু শিক্ষার ক্রমাগত উন্নত করার জন্য প্রযুক্তি চালিত অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করে। ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া প্রয়োগ করে। শিক্ষাগত উপকরণ গুলি উন্নত এবং তৈরি করে তদুপরি প্লাটফর্মটি প্রমাণ ভিত্তিক শিক্ষণ কৌশল এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞান নীতি গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে শেখা কেবল আকর্ষণীয় এবং সময়ের সাথে ধরে রাখা যায়। বাইজুস অ্যাপ শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় উপকৃত হওয়ার জন্য বিভিন্ন উপায়ে সহায়তা করে, প্রযুক্তিভিত্তিক শিশুশিক্ষা ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে।
- মন্তেসরী, বর্তমানে শিশুশিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনার একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। শিশুর আত্মবিশ্বাসের জন্য অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিল। আধুনিক কালে শিশুশিক্ষায় মন্তেসরী শিক্ষা চিন্তা প্রগতিশীল ও সক্রিয় হয়েছে। মন্তেসরী শিক্ষাচিন্তায় ব্যবহারিক কাজে শিশুরা উপকৃত হয়ে থাকে।
- বেদান্ত ভারতীয় এন্টারটেভ অনলাইন টিউটোরিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে শিক্ষকরা ওয়েব এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল লার্নিং ব্যবহার করে অডিও ও ভিডিও এবং বোডিং টুল ব্যবহার করে পরিষেবা দেওয়া হয়। স্কুলের শিশুদের লাইভ অনলাইন ক্লাসের অধ্যয়নে সচেষ্ট হয়। ভালো মানের শিক্ষকের সুযোগ পেয়ে থাকে। আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং বিশেষ করে ছোটদের জন্য নিরাপদ ও সময় সাশ্রয়ী। এটি শিশুরা নিয়মিত প্র্যাকটিস সেশন ও রিভিশন মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শেখে।
- ফ্রয়েবেলের কিন্ডারগার্ডেনে শিশুদের আত্মসক্রিয় করে তোলে এবং সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে জীবন বিকাশের মাধ্যমে একটি স্তরের উপর নির্ভরশীল থাকে। শিশুদের অভ্যন্তরীণ শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।ফ্রয়েবেলের শিক্ষা দর্শনের মাধ্যমে সত্যকে শিশুদের মধ্যে উপলব্ধিতে সাহায্য করে শিশুর প্রাকৃতিক বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে কিন্ডার গার্ডেন পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুদের পাঠদান করা হয়। শিশুশিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক দিশা দেখিয়েছেন।

উপসংহার

বাংলা শিশু সাহিত্যে শিশুশিক্ষার নানামুখী দিকের একটি সুগভীর পরিচিতি গড়ে উঠেছে। সাহিত্যিকদের রচিত গল্প ও উপন্যাস শিশুদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয়ের পথ সুগম করেছে। এই সাহিত্যধারা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মিল রেখে শিশুদের শিক্ষা, উদ্ভাবনী চিন্তা ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে এক নতুন গবেষণাভিত্তিক ধারা সৃষ্টি করেছে। শিশুশিক্ষার অন্তর্নিহিত কার্যক্রম যে প্রেরণা ও সৃষ্টিশীলতায় পরিচালিত, এই সাহিত্যে তার উৎসগুলো চিহ্নিত হয়। সাহিত্যমূলক কাহিনিগুলি শিশুদের

All rights reserved. © 2025

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 2 October, 2025 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল চিন্তাকে জাগ্রত করে। এ ধরনের রচনার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ- যেমন স্বাধীনতা, সহমর্মিতা ও মিতব্যয়- চর্চিত হয়। পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দুর্বলতাও আলোচিত হয়। আধুনিকতার আলোকে শিশুদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশ বিশ্লেষণ করে তাদের চিন্তার বিকাশে সহায়তা করা হয়। বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রভাবশালী লেখকেরা সমালোচনামূলক সাহিত্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছেন। এর ফলে শিশুদের শিক্ষনীয় মনোভাব ও সাহিত্যসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিকায়নের মাধ্যমে শিশুদের নৈতিক শিক্ষা, উদ্ভাবনী শক্তি ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা হয়েছে। এভাবে বাংলা শিশু সাহিত্য জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শিশুশিক্ষার যে রূপ তুলে ধরেছে, তা গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়নযোগ্য হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

রায়চৌধুরী, উ. (১৯০০). *উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র-১।* বি .এস .পাবলিকেশন, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

বন্দোপাধ্যায়, অ. (২০০৫). *বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর।* প্রকৃতি ভালো পাহাড় পাবলিশার্স, কলকাতা।

গুপ্ত, স. (২০১৮). *সবরমতী রিভলিউশন ইউটিউব চ্যানেল, এনট্রেপ্রেনিওসিপ।* IJCRT পাবলিকেশন।

পঞ্চজনেশ্বরী, এবং বীরমঞ্জু, কে. টি. (২০২২). *কেস স্টাডি ইন বিজনেস।* শ্রীনিবাস পাবলিকেশন, লন্ডন।

দত্ত, ও কর, স. (২০২২). *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা চিন্তা।* নিও পাবলিকেশনস, কলকাতা।

রায়, দী. (২০২২). *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশু সাহিত্যের জগত এবং তার শিক্ষার দর্শন।* বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, কলকাতা।

গুপ্ত, ম. (২০২৩). *স্টাডি ইম্প্যাক্ট বাই জুস বেদান্ত এডুকেশন।* আর. জি. পাবলিকেশন, কলকাতা।

All rights reserved. © 2025